



Green University of Bangladesh

Department of Computer Science and Engineering

Final Assignment

Course Title: Functional Bengali

Course code: GED201

Date of Submission: 16.01.2021

Submitted to: Name : Mohammad Inzamam Designation : Lecturer Green university of Bangladesh	Submitted by : Name : Jakirul Islam ID : 193002101 Department : CSE Green university of Bangladesh
--	--

১ নং প্রশ্নের উত্তর:

১৮০০ সালে ইংরেজদের শিক্ষাদানের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮০১ সালে এই কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয়। ফোর্ট উইলিয়াম ১৮০১ থেকে ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দে এই সময়ের মধ্যে ৮ জন লেখক ১৩ খানা বাংলা পার্শ্য উপযোগী পুস্তক রচনা করেন।

এর প্রধান দারিত্বে ছিলেন উইলিয়াম কেরী। তিনি তার অধীনে কিছু পণ্ডিত নিয়ে বাংলা গল্প রচনায় উদ্দেগী হন। তার রচিত কথোপকথন ১৮০১ সালে ও ইতিহাসমালা ১৮১২ সালে মুদ্রিত হয়।

এছাড়াও রামরাম বসু লিখেছেন-প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও লিপিমাল্য। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লিখেছেন- বত্রিশ সিংহাসন , হিতোপদেশ, রাজবলি, প্রবোধচন্দ্রিকা, বেদান্তচন্দ্রিকা। মূলত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্য চর্চার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার প্রাণশক্তিকে ফিরিয়ে আনে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিভিন্ন পণ্ডিতদের হাতে যে সকল গ্রন্থ রচিত হয়েছে, মূলত সেই সকল গ্রন্থের অনুসরণেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে। তাদের প্রচেষ্টার ফলাফল দিয়েই বাংলা গদ্যের অনুশীলনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা নিরূপন করা হয়।

প্রকাশিত বইয়ের নাম এবং প্রকাশিত সাল:

১. উইলিয়াম কেরি রচিত- কথোপকথন (১৮০১)

২. হরপ্রসাদ রায় রচিত- পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)

৩. গোলকনাথ শর্মা রচিত- হিতোপদেশ (১৮০২)

৪. মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার - বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২)

২নং প্রশ্নের উত্তর:

শিক্ষাজীবন কেটেছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে। ১৯৩৯ সালে কুড়িগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক এবং ১৯৪১ সালে ঢাকা কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৪৩ সালে আনন্দমোহন কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাস করেন। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ভর্তি হলেও শেষ করেননি।

ফেনী হাইস্কুলে ছাত্র থাকাকালেই ওয়ালীউল্লাহর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাত। এ সময় তিনি হাতে লেখা 'ভোরের আলো' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শৈশব থেকে তিনি সাহিত্যের প্রতি যেমন ছিলেন আগ্রহী, তেমন চিত্রশিল্পেও আগ্রহী ছিলেন। তার লেখা প্রথম গল্প 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' ঢাকা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। ইংরেজি-বাংলা উভয় ভাষায় তার দক্ষতা

ছিল। কনটেম্পোরারি নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সওগাত, মোহাম্মদী, বুলবুল, পরিচয়, অরণি, পূর্বাশা প্রভৃতি পত্রিকায়ও তার লেখা প্রকাশিত হতো।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ আমাদের সাহিত্যের এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি। অল্প কিছু রচনা দিয়েই তিনি বাংলা সাহিত্যে তার স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটকের জন্য সমাদৃত। এর বাহিরেও রয়েছে কবি, সাহিত্য সমালোচক ও সাংবাদিক সত্তা।

বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ এই সাহিত্যিক তার সাহিত্যকর্মে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, ধর্মের নামে প্রতারণা, মানুষের মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানসিক ও চারিত্রিক স্থলন, বাংলার লোকায়ত ধ্রুপদী জীবনধারা প্রভৃতি বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। উপন্যাস এবং গল্পে সমান বিচরণের কারণে আজো তিনি সর্বস্তরে প্রশংসিত। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ কথাসিল্পী। সাহিত্য ক্ষেত্রে তার অতুলনীয় অবদান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মকে যেমনি অনুপ্রাণিত করেছে তেমনি বাংলা সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ।

১৯৪৭ সালে তিনি 'লালসালু' নামের উপন্যাস লেখায় হাত দেন এবং পরের বছর ১৯৪৮ সালের জুলাই মাসে ঢাকা থেকে কমরেড পাবলিশার্স উপন্যাসটি প্রকাশ করে। উপন্যাসটি ১৯৬০ সালে কলিমুল্লাহ কর্তৃক উর্দু ভাষায় অনুবাদিত হয়ে 'Lal Shalu' নামে করাচি থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৬১ সালে ফরাসি ভাষায় ও ১৯৬৭ সালে ইংরেজি ভাষায় এবং পরবর্তীতে জার্মান, চেক সহ বিভিন্ন ভাষায় উপন্যাসটি অনুবাদিত হয়।

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তার 'কাঁদো নদী কাঁদো' উপন্যাসে সামাজিক বাস্তবতায় ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকট কিভাবে প্রকট হয়ে ওঠে- সেটিকে তিনি যেমনিভাবে দেখিয়েছেন, তেমনি সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে আত্মমুক্তির পথও খুঁজেছেন শিল্পের অনবদ্য রসায়নে।

১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয় সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর অনবদ্য আরেক উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা'। নিজের ভেতর লালন করা ন্যায়বোধের সাথে নিজের যে লড়াই হয়, সে লড়াইয়ে সামাজিক প্রতিপ্রতি কতোটা প্রভাব বিস্তার করে তার অসাধারণ এক আখ্যান 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি। যেখানে গভীর অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণে আপাদ বিশ্বাসকে যুক্তির আঘাতে ভেঙ্গে দিয়ে প্রকৃত সত্যকে আবিষ্কার করেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ।

তার উপন্যাসের বিষয়বস্তু, উপস্থাপন ও ভাষাশৈলী আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি স্বাতন্ত্র্যিক ধারা তৈরি করেছে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তরঃ

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও নাট্যকার এবং প্রহসন রচয়িতা। তাকে বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব গণ্য করা হয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি হিসেবেও তিনি পরিচিত।

মাইকেল মধুসূদন বাংলা নাটকের এক অবিসংবাদিত স্রষ্টা। তার নাটক বিশ্বব্যাপী বহু বিদ্যালয়ে পাঠ্য। জীবনের দ্বিতীয় পর্বে মধুসূদন আকৃষ্ট হন নিজের মাতৃভাষার প্রতি। এই সময়েই তিনি বাংলায় নাটক, প্রহসন ও কাব্যরচনা করতে শুরু করেন। মাইকেল মধুসূদন বাংলা ভাষায় সনেট

ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক। তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণের উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য নামক মহাকাব্য।

বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট রচনার কৃতিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তের, সনেটকে বাংলায় চতুর্দশপদী নাম মহাকবি মাইকেল মধুসূদনই দিয়েছিলেন। বাংলা সনেট (চতুর্দশপদী) এর সার্থক স্রষ্টা কবি মধুসূদন দত্ত ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে অবস্থানকালেই ইতালির কবি পেত্রার্কের সনেট থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রথম বাংলা সনেটের দিগন্ত উন্মোচন করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কবির চতুর্দশপদী কবিতাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাগুলিতে কবি চিত্তের ব্যকুলতা, স্বদেশ প্রেমিকতা ও আবেগ ধ্বনিত হয়েছে

তার কয়েকটি জনপ্রিয় কবিতার নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. বঙ্গভাষা (চতুর্দশপদী কবিতাবলী)
২. কপোতাক্ষ নদ (চতুর্দশপদী কবিতাবলী)
৩. কবি (চতুর্দশপদী কবিতাবলী)
৪. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (চতুর্দশপদী কবিতাবলী)
৫. কমলে কামিনী (চতুর্দশপদী কবিতাবলী)
৬. অন্নপূর্ণার ঝাঁপি (চতুর্দশপদী কবিতাবলী)

মধুসূদনের সাহিত্যে পর্যালোচনায় চারটি বৈশিষ্ট্য মানবতাবাদ-ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ-স্বদেশপ্রেম ও নারীবাদী চেতনা। নারী স্বাধীনতার প্রতিফলন প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ক্যাপটিভ লেডিতে'- যেখানে শাসন শোষণে নিষ্পেষিত ও আজন্ম শৃঙ্খলিত নারীর মুক্তির ইংগিত তিনি দিয়েছেন। সাহিত্য সমালোচকদের মতে এ কাব্য গুণ যাই হোক নারী স্বাধীনতারও পক্ষে তার বৈপ্লবিক ভাবনাকে ধারণ করেছে। এ কাব্যগ্রন্থ মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্মের নামকরণও নারীর নামের বীরাঙ্গনা (১৮৬২)-ব্রজাঙ্গনা (১৮৬১) নাট্য সাহিত্যের নামকরণও যেসব নাটকের নায়িকারা ত্যাগে ও মর্যাদাবোধে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী।

তার রচিত নাটকগুলি হল-

১. শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯),
২. একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০),
৩. বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০),
৪. পদ্মাবতী (১৮৬০),
৫. কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১)
৬. এছাড়া মৃত্যুর পূর্বে মায়াকানন (১৮৭৪) নামে একটি অসমাপ্ত নাটক।

সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে সুমহান মর্যদা দিয়েছে সেজন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৪নং প্রশ্নের উত্তর:

ছোট গল্প হল দৈর্ঘ্যে ছোট এবং আধ থেকে এক ঘন্টায় পড়ে শেষ করা যায় এমন গল্প। ছোট গল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- এতে গল্প থাকতে হবে, দৈর্ঘ্য হবে ছোট, এতে কোনো উপসংহার ও সংলাপ থাকবে না।

আমাদের বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের অন্যতম লিখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তার ছোটগল্পে জীবনঘনিষ্ঠতার ছবি পাওয়া যায়। তার গল্পে কোনো ভূমিকা নেই ফলে পাঠকের মন সরাসরি গল্পে চলে যায়। তিনি এদেশের জীবনযাত্রাকে তার গল্পে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তার ছোটগল্পে অনুভূতির চাপ মূলত বেশি থাকে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটগল্প হল "ভিখারিনী"। তিনি মোট ১১৯ টি ছোট গল্প লিখেছেন। তার লিখা গ্রন্থ "গল্পগুচ্ছ" এ মোট ৮০ টি ও "সে" গ্রন্থে মোট ১৪ টি গল্প রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথই হল বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোট গল্পকার। বাংলা ছোট গল্পের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত কিন্তু রবীন্দ্রনাথের হাতে এক দিকে যেমন সাহিত্যিক বিচারে সর্ব প্রথম সার্থক ছোট গল্পের সৃষ্টি হয়েছে তেমনি অন্যদিকে শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন ও সেখানে বিদ্যমান। তার ছোট গল্পের 'ধাঁচ' তিনি তার গল্পে পল্লির মানুষের জীবন যাত্রা, সামাজিক জীবনের বিচিত্র সম্পর্ক ও প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের নিবিড় যোগাযোগের কথা প্রকাশ করেছে।

যেমন:

"পোষ্ট মাস্টারটি আমার বজরায় এসে বসে থাকত"

"ফটিককে দেখেছি পদ্মার ঘাটে"

"ছিদামদের দেখেছি আমাদের কাচারিতে"

তিনি লিখেছেন শহর নিয়ে গ্রাম নিয়ে। তার গল্পে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বরাবর এসেছে, তার গল্পে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছে। তার গল্পে চরিত্রশালায় রাজরানী আছে, লুপ্তচিহ্ন জমিদার আছে, মধ্যবিত্ত সমাজ আছে এবং দরিদ্র কৃষকও আছে। তার গল্পে প্রেম যেমন বিরাট স্থান অধিকার করেছে, তেমনি করেছে প্রকৃতি, তেমনি করেছে ভ্রাতৃস্নেহ, প্রভুর প্রতি আনুগত্য, মায়ের প্রতি ভালবাসা। তিনি বর্তমান জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন, অতীতকাল নিয়েও লিখেছেন।

তিনি তার গল্প সম্পর্ক বলেছেন-

আমার গল্পে বাস্তবতার অভাব কখনো ঘটেনি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখিছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

রবিদ্রনাথের ছোট গল্পের প্রস্তাবনা , উপস্থাপনা, পরিণতি ও উপসংহার কলাকৌশলের দিক থেকে যেমন বিচিত্র তেমনি বিষয় ও রসস্ফুরণের দিক থেকেও বৈচিত্র্যপূর্ণ। তার ছোট বাংলা গল্পে প্রথম পূর্ণতা পেয়েছিল। কিন্তু এইটাই বড় কথা নয় , তার গল্পের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জীবনভূমি পরিবর্তিত হয়েছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এইটাই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি কেবল নতুন রূপকল্প নয় , নবতর জীবনের সাধ ও সন্ধান।